দ্বিতীয় অধ্যায়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

১. স্বরধ্বনি :

বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলা কথ্যভাষায় ব্যবহৃত মূল স্বরধ্বনিগুলি হল— অ (ɔ), আ (a), ই (i), উ (U), এ (e), অ্যা (æ), ও (o) ।[১]

এই কথ্যভাষায় চলিত শিষ্ট বাংলা ভাষার মূল স্বরধ্বনি গুলিই ব্যবহৃত হয়। উচ্চারণ ভঙ্গিতে এই কথ্যভাষার স্বরধ্বনিগুলিতে বিশেষ কোন ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না।

১.১ কথ্যভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি তালিকা :[২]

	সম্মুখ	**কেন্দ্রীয়**	**পশ্চাৎ**
উচ্চ/সংবৃত	ই		উ
উচ্চ-মধ্য/অর্ধসংবৃত	এ		ও
নিম্নমধ্য/অর্ধ-বিবৃত	অ্যা		অ
নিম্ন/বিবৃত		আ	

১.২ স্বরধ্বনির অবস্থান :

চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় স্বরধ্বনিগুলি কথ্যভাষাতেও রূপিমের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ব্যবহৃত হয়।[৩]

স্বরধ্বনি	**রূপিমের আদিতে**	**রূপিমের মধ্যে**	**রূপিমের অন্ত্যে**
/ ই /	ইডা, ইন্দুর, ইমান, ইলা	ছুঁইচল্যা, এইঠে, গেইল, বোইনি	ভ্যাই, জ্যাঁওই, জুদাই, জ্যোবাই
/ এ /	এঠি, এলেম, এত্তি, এড়ি	নেঙ্গুর, বেটি, সেব্‌লা, হামেশা	ছে, আনে-বানে, হারে, ওরে
/ অ্যা /	অ্যাকঠে, অ্যাইলনা, অ্যাতলা, অ্যাতোয়ার	ক্যাত্‌লা, চ্যাংড়া, ব্যালা, ব্যাকা	পাইস্যা, ফেইক্যা, মিনশ্যা, থুয়্যা

/ আ /	আলসিয়া, আইল, আগাল, আনধারু	মাহিনা, খনদান, তালাক, পানি	আন্ডা, খাট্‌টা, তাগড়া, থোড়হা
/ অ /	অভিসন, অছিলা, অন্‌দর, অফলা	খতম্‌, বহৎ, দহি; মরদ	চ (চল), বড়, শ (একশ)
/ উ /	উখ্‌রা, উকাশ, উইশট্যা, উদাঙ্গু	গুঙ্গা, চুহা, ঝুটট্যা, গুজরান	লোহু, ফালতু, কোদ্‌ধু, ঝানু
/ ও /	ওজোর্‌, ওম্‌রা ওস্তাকর, ওলান্‌	দোস্‌, গোজুয়া, কোবুল, রোশ্‌নাই	পোলাও, তলাও, খ্যাও, দ্যাও

স্বরধ্বনি : উচ্চারণ প্রকৃতি ও পরিবর্তন

স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ-প্রকৃতি ও পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি এই কথ্যভাষায় আকর্ষণীয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণে স্বরসঙ্গতি এই কথ্যভাষায় খুব বেশী সক্রিয়।[৪]

অ (ɔ) :

শব্দের আদিতে 'অ' স্বরের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। যেমন—অভিসম (অর্থ-তেমন) , অছিলা (অর্থ-ছল), অন্‌দর (অর্থ-অভ্যন্তর), অফলা (অর্থ-ফল শূন্য), অগলবগল (অর্থ-আশেপাশে) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনযুক্ত শব্দের মধ্য স্বর রূপে 'অ' এর ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বহৎ (অর্থ-অনেক), খতম্‌ (শেষ), দহি (অর্থ-দই), মরদ (অর্থ-পুরুষ), রহা (অর্থ-থাকা), দুশমন (অর্থ-শত্রু), দহরা (পুনরায়) ইত্যাদি।

শব্দের প্রথমেই র্‌-ফলাযুক্ত অ-ধ্বনি বিকৃত হয়। যথা—স্রোম (শ্রম), ক্রোমোশো (ক্রমশঃ), ভ্রোমোন্‌ (ভ্রমণ), স্রোস্‌টা (স্রষ্টা), গ্রোনথোন (গ্রন্থন) ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক অক্ষর যুক্ত শব্দে দ্বিতীয় ব্যঞ্জনে 'আ' ধ্বনি থাকলে আদ্য ব্যঞ্জনের 'অ' সর্বদাই 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়। লম্বা > নাম্বা, মহারাজা > মাহারাজা, কথা > কাথা, মহাজন > মাহাজন ইত্যাদি।

আদ্য 'অ' ধ্বনির পরে ই, উ ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— খই > খোই, মধু > মোধু, করিবে > কোরিবে, হইবে > হোবে, নদী > নোদী

ইত্যাদি।

শব্দের আদিতে 'নঞ'-অর্থক 'অ' থাকিলে শব্দটিতে যদি ব্যক্তির নাম বুঝায়, তবে সেই অ-কার বিকৃত হয়ে যায়। যেমন—অনুকূল > ওনুকূল, অনুপমা > ওনুপমা, আমিও > ওমিও, অতীশ > তীশ ইত্যাদি।

শব্দ মধ্যস্থ 'অ' ধ্বনি মাঝে মাঝে লোপ পায়। যেমন—মদনা > মদ্‌না, ফেলনা > ফ্যাল্‌না, বাদলা > বাদ্‌লা, কলসী > কোল্‌সী ইত্যাদি।

পদান্তে ব্যঞ্জন যুক্ত 'অ' স্বর খুব কম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—চ (অর্থ - চল), বড় (অর্থ - বৃহৎ), শ (অর্থ - একশ) ইত্যাদি।

'অ' স্বরধ্বনির রূপান্তর নিম্নে তুলে ধরা হল—

অ > ও	—	লক্ষণ > লোইক্‌খোন্‌
	—	সামর্থ্য > সামার্‌থো
	—	লক্ষ > লোক্‌খো
	—	বক্তৃতা > বোক্‌তিতা
	—	সন্ধ্যা > সোন্‌ধা
অ > ই	—	কলকাতা > কলিকাতা
	—	মরচে > মরিচা
অ > আ	—	কথা > কাথা
	—	লম্বা > লাম্বা
	—	মহারাজা > মাহারাজা
অ > ঐ	—	বলদ > বৈল/বৈলদ
	—	ময়লা > মৈল্‌
	—	হলুদ > হৈল্‌দ্যা
	—	কবুতর > কৈত্‌র
অ > উ	—	যদি > যুদি
	—	বাসন > বাসুন্‌

— কাফন > কাফুন্

— সালন > শালুন্

অ > অ্যা — কত > ক্যাত্‌লা

— খড় > খ্যাড়

— কলা > ক্যালা

— কখন > ক্যাখুন

আ (a) :

নিম্নে অবস্থিত বিবৃত স্বরধ্বনি 'আ' এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে আলোচ্য কথ্যভাষায়। যেমন—আলসিয়া (অর্থ - অলস), আইল (অর্থ - জমির আল্), আগাল (অর্থ - অগ্রভাগ) , আনধারু (অর্থ - অন্ধ), আনা-যানা (অর্থ - আসা-যাওয়া), আদ্‌মি (অর্থ - পুরুষ মানুষ), আক্‌ছার (অর্থ - মাঝে মধ্যে) ইত্যাদি।

এই স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হলেও কথ্যভাষায় প্রায় সর্বত্রই এই বর্ণটি হ্রস স্বররূপে উচ্চারিত হয়, খুব কম দীর্ঘ স্বর রূপে এর ব্যবহার দেখা যায়।

ব্যঞ্জনযুক্ত মধ্যপদস্থিত 'আ' হল—

মাহিনা (অর্থ - মাস), তাগরা (অর্থ - হৃষ্টপুষ্ট), ছাচা (অর্থ - সত্যি), খানদান (অর্থ - বংশ), পানি (অর্থ - জল), তালাক (অর্থ - বিবাহ বিচ্ছেদ), হাওলাত্ (অর্থ - ধার/ঋণ), ফায়সালা (অর্থ - মীমাংসা), হাদিস (অর্থ - সন্ধান), ফরমাস (অর্থ - হুকুম) ইত্যাদি।

অনেক সময় শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় প্রথম অক্ষরের 'আ' 'অ' তে পরিবর্তিত হয়। যেমন—কাঠাল > কঠাল, পান্তা > পন্তা, মায়া > ময়া, মাংস > মংস ইত্যাদি।

শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে 'ই' বা 'উ' থাকলে আ > অ, অ > ও বা আ > ও তে রূপান্তরিত হয়। যেমন—মাগী > মগী > মোগী, আধুলি > অধুলি > ওধুলি, ভাসুর > ভসুর > ভোসুর, খাসি > খসি > খোসি, আগুন > অগুন > ওগুন ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনযুক্ত 'আ' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— খাওয়া > খুয়া, দেওয়া > দাওয়া > দুয়া, পাওয়া > পোবা > পুয়া ইত্যাদি।

শব্দের অন্ত্যে 'আ' স্বররূপে উচ্চারিত হয়— খাট্‌টা (অর্থ - টক), আণ্ডা (অর্থ -

ডিম), তাগরা (অর্থ - হৃষ্টপুষ্ট), থোড়হা (অর্থ - অল্প), নিকলা (অর্থ - বের করা) ইত্যাদি।

এই ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ—

আ > অ	—	পান্তা > পন্তা
	—	কাঠাল > কঠাল
	—	মাংস > মংস
	—	মায়া > ময়া
আ > ও	—	মাগী > মোগী, ভাসুর > ভোসুর
	—	আগুন > ওগুন, আধুলি > ওধুলি
	—	পাগ্‌রি > পোগ্‌রি
	—	খাসি > খোসি
	—	মাসি > মোসি
আ > উ	—	পাওয়া > পুয়া, সাবান > শাবুন
	—	খাওয়া > খুয়া
	—	দাওয়া > দুয়া
	—	নাওয়া > নুয়া
আ > অ্যা	—	ভাই > ভ্যাই, ভাল > ভ্যালো
	—	রাত > র‍্যাইত্
	—	চার > চ্যাইর্
	—	হাসুয়া > হ্যাইস্‌সা

ই (i) :

সম্মুখ উচ্চ স্বরধ্বনি 'ই' 'i'-এর মতোই প্রায় সর্বত্র উচ্চারিত হয়। আর কখনো কখনো কিছুটা নিম্নাবস্থানে ও মুখ গহ্বরের কেন্দ্রীয়াভিমুখে আকৃষ্ট হয়ে উচ্চারিত হয়। শব্দের আদি স্বর রূপে 'ই'-এর উচ্চারণ - ইডা (অর্থ - এটা), ইলা (অর্থ - এগুলো), ইন্দুর (অর্থ - ইঁদুর), ইয়ার (অর্থ - বন্ধু), ইজারা (অর্থ - ঠিকা), ইমান (অর্থ - বিবেক), ইস্তফা (অর্থ - ত্যাগ), ইমারত্ (অর্থ - পাকাবাড়ি) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনযুক্ত মধ্যপদস্থিত 'ই' ধ্বনি—ছুঁইচল্যা (অর্থ - সূচালো), গেইল (অর্থ - গেল) , বোইনি (অর্থ - বোন), এইটে (অর্থ - এখানে), কাজিঅ্যা (অর্থ - বিবাদ), খিলাপ (অর্থ - অন্যথাচারণ), খারিজ (অর্থ - বাতিল), তাবিয়ত (অর্থ - স্বাস্থ্য), জিন্দা (অর্থ - জীবিত), তাকিয়্যা (অর্থ - বালিশ), বক্‌রি (অর্থ - ছাগল) ইত্যাদি।

অপিনিহিতি জাত 'ই' ধ্বনির ব্যবহার এই কথ্যভাষায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন— করিয়া > কইর‍্যা, কন্যা > কোইনা, ধরিয়া > ধইর‍্যা, সত্য > সোইত ইত্যাদি।

মধ্য পদবর্তী 'ই' ধ্বনি খুবই হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়, আবার কখনও ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে লোপ পেয়ে যায়। যেমন— এইলা > এলা, কোইল > কোল্, গেইল > গেল্, ধইসে > ধোসে, হইল > হোল্ ইত্যাদি।

অন্ত্য স্বররূপে 'ই' হল—ভ্যাই (অর্থ - ভাই), জ্যাঁওই (অর্থ - জামাই), ভাদোই (অর্থ - আউশ ধান), বৈরাতি (অর্থ - বরযাত্রী), রোশ্‌নাই (অর্থ - আলোক সজ্জা), ফরিয়াদি (অর্থ - মামলায় অভিযুক্ত), কারচুপি (অর্থ - কৌশল) ইত্যাদি।

'ই' ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ—

ই > আ	—	ঝাপনি > ঝাপ্‌না
	—	কিরিয়া > কিরা
ই > উ	—	পাকামি > পাকামু
	—	ঘরামি > যরামু
ই > অ্যা	—	ছিনাল > ছ্যানাল
	—	ঢিল > ঢ্যাল
ই > এ	—	কিনারা > কেনারা, বিলাইতি > বেলাইতি,
		বিবাহিত > বেহাতি, বিরাশি > বেরাসি,
		জিভ > জেব্বা, তিরাশি >তেরাসি,
		ছিয়াশি > ছেয়াসি

উ (u) :

উচ্চ পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ' 'u'এবং 'o' এর মাঝামাঝি উচ্চারিত হয়। আলোচ্য

কথ্যভাষায় ‘উ’ এর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্রই হ্রস্ব। শব্দে আদ্য স্বর রূপে ‘উ’ উখ্‌রা—(অর্থ - খৈ), উকাশ (অর্থ - অবকাশ), উইশট্যা (অর্থ - হোচট্), উদাঙ্গু (অর্থ - উলঙ্গ), উড়ৈশ (অর্থ - ছারপোকা), উস্তাদ (অর্থ - গুরু), উসুল (অর্থ - আদায়), উমিদ (অর্থ - আশা), উমোর (অর্থ - বয়স), উন্দা (অর্থ - সুন্দর) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনযুক্ত মধ্য পদাদিস্থিত ‘উ’ — গুঙ্গা (অর্থ - বোবা), চুহা (অর্থ - ইঁদুর), ঝুটট্যা (অর্থ - মিথ্যা), গুজরান (অর্থ - যাপন), কুড়হাল (অর্থ - কুড়াল), টুক্‌রি (অর্থ - ঝাঁকা), শুক্‌টা (অর্থ - শুকনো মাছ), পুছ (অর্থ - জিজ্ঞাসা করা), কোবুল (অর্থ - স্বীকার), কাসুর (অর্থ - দোষ), গোমান (অর্থ - গর্ব) ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতির ফলে অনেক সময় আদ্য ‘উ’ পরবর্তী ‘আ’ ধ্বনির প্রভাবে ‘ও’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—সুতা > সোতা, জুতা > জোতা, মুটা > মোটা ইত্যাদি।

শব্দ অন্ত্যে ‘উ’ ধ্বনি উচ্চারিত হয়— লোহু (অর্থ - রক্ত), ফাল্‌তু (অর্থ - অনর্থক) , কোদ্‌ধু (অর্থ - লাউ), ঝানু (অর্থ - পাঁকা), শুরু (অর্থ - আরম্ভ), রুজু (অর্থ - সোজা), আবরু (অর্থ - মর্যাদা) ইত্যাদি।

‘উ’ ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ—

উ > ও	—	গুমান > গোমান, গুদাম > গোদাম,
		হুঁশিয়ার > হোশিয়ার, বেহুঁশ > বেহোশ,
		জুতা > জোতা
উ > ই	—	লিচু > লিচি
উ > ঐ	—	সুরঙ্গ > সৈরঙ, পুকুর > পৈখোর
উ > অ	—	সবুর > সবর, মুহুরী > মুহরি
উ > অ্যা	—	হাঁটু > হাইট্যা, তালু > ত্যাইল্যা
উ > আ	—	উজির > আজির

এ (e) :

সম্মুখ উচ্চ-মধ্য ও অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি ‘এ’-র উচ্চারণ অপরিবর্তিত ভাবে এই

কথ্যভাষায় উচ্চারিত হয়। এই দীর্ঘ স্বরটি কথ্যভাষায় হ্রস্ব স্বর রূপেই সাধারণতঃ উচ্চারিত হয়। আদি স্বর রূপে 'এ'-র শব্দে অবস্থান— এটি (অর্থ - এখানে), এলেম্ (অর্থ - বিদ্যা), এত্তি (অর্থ - এখানে), এড়ি (অর্থ - গোড়ালী), এখতেয়ার (অর্থ - অধিকার), এজলাস (অর্থ - আদালত), এজাজত্ (অর্থ - অনুমতি), একাট্টা (অর্থ - একজোট), এবাদত্ (অর্থ - প্রার্থনা) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনযুক্ত মধ্যপদস্থিত 'এ' স্বরের বহুল ব্যবহার রয়েছে এই কথ্যভাষায়। যেমন— নেঙ্গুর (অর্থ - লেজ), বেটি (অর্থ - কন্যা), সেব্লা (অর্থ - তখন), হামেশা (অর্থ - সবসময়) , ঠেরে (অর্থ - দাঁড়ানো), ফের্ (অর্থ - পুনঃরায়), শেব (অর্থ - আপেল), আখের (অর্থ - শেষ), আয়েশ (অর্থ - আরাম), কস্সা (অর্থ - কাহিনী) ইত্যাদি।

শব্দাতে 'এ' ধ্বনির ব্যবহার আলোচ্য কথ্যভাষায় খুব কম পরিলক্ষিত হয়। যেমন— ছে (অর্থ - আছে), আনে-বানে (অর্থ - আশেপাশে), হারে (অর্থ - ওরে), ওরে (অর্থ - ওরে) , গালচে (অর্থ - ঠোটের কোন), দিলবালে (অর্থ - বড় মনের মানুষ), ধীরে (অর্থ - আস্তে) , কুল্লে (অর্থ - সব মিলিয়ে) ইত্যাদি।

এ > অ্যা	—	কুল্লে > কুল্ল্যা, ঠেহের > ঠ্যাহের,
		বেল > ব্যাল, পেট > প্যাট্,
		দেশ > দ্যাশ্, খেল > খ্যাল্,
		তেল > ত্যাল, দেখ > দ্যাখ্,
এ > ই	—	ফের > ফির, লেখা > লিখা,
		কেস্সা > কিস্সা, একদত > ইবাদত,
		শেখা > শিখা, মেলানো > মিলানো
এ > আ	—	নেড়া > নাড়া, ছেঁদা > ছাদা
		দেলা > ডালা, হেলান > হালান
এ > অ	—	এখন > অখন্, এমন > অমন্
		এমনি > অম্নি

অ্যা (ae) :

সম্মুখ নিম্নমধ্য ও অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি হল 'অ্যা'। এই কথ্যভাষায় 'অ্যা' একটি মূল

স্বরধ্বনি। 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ প্রবণতা এই উপভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ্যা' ধ্বনির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন অ্যাইলনা (অর্থ - অলবনাক্ত), অ্যাতলা (অর্থ - এতগুলি), অ্যাতোয়ার (অর্থ - রবিবার), ক্যাখুন (অর্থ - কখন), খ্যাড় (অর্থ - খড়), খ্যাও (অর্থ - দফা), ছ্যান্‌দা (অর্থ - ছিদ্র), ঢ্যার (অর্থ - অনেক), ভ্যাই (অর্থ - ভাই), র‍্যাইত (অর্থ - রাত), হ্যাইস্‌সা (অর্থ - হাসয়া), ছ্যানাল (অর্থ - ছিলান), হ্যাইট্যা (অর্থ - হাঁটু) ইত্যাদি।

আদ্য ব্যঞ্জন নিরপেক্ষ 'অ্যা' ধ্বনির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় আলোচ্য কথ্য ভাষায়। যেমন—পাইস্যা (অর্থ - পয়সা/টাকা), হাইট্যা (অর্থ - হাঁটু), ফিত্যা (অর্থ - ফিতা), কইর‍্যা (অর্থ - করিয়্যা), আইস্যা (অর্থ - আসিয়া), বিছ্যান (অর্থ - বিছানা), হৈলদ্যা (অর্থ - হলুদ), ঠ্যাস (অর্থ - হেলান) ইত্যাদি।

এই কথ্যভাষায় 'অ্যা' স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রবণতা খুব বেশী। অ, আ, ই, এ, উ, ও প্রতিটি স্বরধ্বনিই 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। তাই 'অ্যা' ধ্বনির স্বরান্তর তেমন ভাবে চোখে পড়ে না।

অ > অ্যা	—	কত > ক্যাত্‌লা, খড় > খ্যাড়,
		কলা > ক্যালা, কখন > ক্যাখুন
আ > অ্যা	—	ভাই > ভ্যাই, চার > চ্যাইর,
		রাত > র‍্যাইত, হাসুয়া > হ্যাইস্‌স্যা
ই > অ্যা	—	ছিনাল > ছ্যানাল, ঢিল > ঢ্যাল
উ > অ্যা	—	হাঁটু > হ্যাইট্যা, তালু > ত্যাইল্যা
এ > অ্যা	—	খেল > খ্যাল, পেট > প্যাট্‌
		দেখ > দ্যাখ, বেল > ব্যাল
		কুল্লে > কুল্ল্যা, ঠেহের > ঠ্যাহের
ও > অ্যা	—	কোতোয়াল > ক্যাতোয়াল, কোনা > ক্যানা
		খোক্কস > খ্যাক্কোস, চোকলা > চ্যাকলা

ও (o) :

পশ্চাৎ উচ্চ-মধ্য ও অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি 'ও' এই কথ্যভাষায় সাধারণতঃ হ্রস্ব স্বররূপেই

উচ্চারিত হয়। এর উচ্চারণ কোথাও বিকৃত হয় না। শব্দে আদ্য স্বররূপে 'ও' ধ্বনির ব্যবহার— ওজোর (অর্থ - আপত্তি), ওম্‌রা (অর্থ - ওরা), ওলান (অর্থ - গরুর স্তন), ওস্তাকর (অর্থ - নিপুণ কারিগর), ওচলা (অর্থ - খোসা) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনযুক্ত 'ও' ধ্বনির ব্যবহার আলোচ্য কথ্যভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—শাওন (অর্থ - শ্রাবণ মাস), দোস্ (অর্থ - বন্ধু), গোজুয়া (অর্থ - বোকা), কোবুল (অর্থ - স্বীকার), রোশনাই (অর্থ - আলোকসজ্জা), রোসুই (অর্থ - রান্নাঘর), খোল্‌সা (অর্থ - খোলাভাবে), গোসা (অর্থ - রাগ), গোসল (অর্থ - স্নান), তোফা (অর্থ - উপহার), দোয়া (অর্থ - আশীর্বাদ), পলোয়ান (অর্থ - বীর), খোদা (অর্থ - ঈশ্বর/আলাহ্) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ও' স্বরের ব্যবহার খুব লক্ষিত হয়। যেমন— দেও/দ্যাও (অর্থ - চাওয়া/দিতে বলা), খ্যাও (অর্থ - খেপ), তলাও (অর্থ - পুকুর), পোলাও (অর্থ - খাদ্য বিশেষ), মাও (অর্থ - মা), যাও (অর্থ - যাওয়া/ যেতে বলা) ইত্যাদি।

'ও' ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ—

ও > অ	—	সোজা > সজা, ঘোড়া > ঘড়া,
		সোনা > সনা, গোসাই > গসাই,
		কোদাল > কদাল, ওজর > অজর,
		পোলাও > পলাও, লোহা > লহা,
ও > ই	—	গাড়োয়ান > গাড়িয়ান
ও > উ	—	গোদাম > গুদাম, পোয়া > পুয়া,
		গোমান > গুমান, পোঁকা > পুকা,
		কোঁকড়া > কুক্‌ড়া, বোতাম > বুতাম্,
		গোয়াল > গুয়াল্, দোয়া > দুয়া,
		খোদা > খুদা, পোলাও > পুলাউ

দ্বি-স্বরধ্বনি :

শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত দ্বি-স্বরধ্বনির 'ঐ' এবং 'ঔ' এর মধ্যে এই কথ্যভাষায় 'ঐ'

ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'ঔ' ধ্বনির ব্যবহার খুব বেশী নেই। এই স্বরধ্বনির দুটি অধিকাংশ স্থানেই হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়।

'ঐ' ধ্বনির ব্যবহার— কৈ (অর্থ - কই মাছ), অথৈ (অর্থ - ঠাঁই নেই এমন জলের গভীরতা), ঐছিন্ (অর্থ - ঐরকম), ঐলা (অর্থ - ওগুলো), ঐঠে (অর্থ - ওখানে), কৈনা (অর্থ - কন্যা) ইত্যাদি।

'ঔ' ধ্বনির ব্যবহার— চৌবাচ্চা (অর্থ - জলকুণ্ড), নৌকা (অর্থ - তরি), ফৌজ (অর্থ - সৈন্যদল), বৌ (অর্থ - তরি), ফৌজ (অর্থ - সৈন্যদল), বৌ (অর্থ - পত্নী), মৌ (অর্থ - মধু), পৌষ (অর্থ - মাস) ইত্যাদি। এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ঔ > ও — ঔষধ > ওশুদ্, চৌবাচ্চা > চোবাচ্চা

ঔ > উ — পৌষ > পুষ, দৌড় > দুড়

ব্যঞ্জন ধ্বনি :

শিষ্ট বাংলায় মোট পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও অতিরিক্ত আরও পাঁচটি বর্ণ প্রচলিত আছে। এর সব কয়েকটিই আলোচ্য কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ বিশেষ চোখে পড়ে না। কথ্যভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।[৫]

ক্ :

পদাদিস্থিত 'ক' ধ্বনির বহুল ব্যবহারে রয়েছে। যেমন—কতল্ (অর্থ - হত্যা), কোবুল (অর্থ - স্বীকার), কসরত (অর্থ - কৌশল), কোসুর (অর্থ - দোষ), কাজিয়া (অর্থ - ঝগড়া), কামিজ (অর্থ - জামা বিশেষ), কাহিল (অর্থ - ঝগড়া) কিসমত (অর্থ - ভাগ্য), কুলুপ (অর্থ - তালা), কুল্লে (অর্থ - সব মিলিয়ে), কিস্সা (অর্থ - কাহিনী), কৈফৎ (অর্থ - কারণ ব্যাখ্যা), কারচুপি (অর্থ - কৌশল), কিরা (অর্থ - শপথ), কায়া (অর্থ - পুরুষজননাঙ্গ) ইত্যাদি।

মধ্যপদস্থিত 'ক্' রূপে উচ্চারিত হয়—আক্ছার (অর্থ - সর্বদা), শুক্কর (অর্থ - শুক্রবার), বিটকাল (অর্থ - শয়তান), চিক্নাই (অর্থ - সুন্দর), আশকারা (অর্থ - প্রশয়), নিমক (অর্থ - লবণ), পাইকের (অর্থ - পাইকারী করেন যিনি), হরকরা (অর্থ - ডাক পিওন), হুকুম (অর্থ

- আদেশ) ইত্যাদি।

মধ্যপদস্থিত 'ক্' যোষীভবনের ফলে কখনো 'গ' হয়েছে। যেমন—শাক্ > শাগ্, সকল > সগল, শোক্ > শোগ্ ইত্যাদি।

মধ্যপদস্থিত মহাপ্রাণিত 'ক্', 'খ্' হয়েছে। যেমন— দোজক > দোজখ, পুকুর > পৈখোর, চরকি > চোরখি ইত্যাদি।

অনেক সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে ঝোঁক পড়ায় মধ্যপদস্থিত 'ক' লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন— যেরকম > যেরং, সেরকম > সেরং ইত্যাদি।

শব্দান্তে 'ক' রূপে— ভক্ (অর্থ - তাড়াতাড়ি), ঝিটক্যা (অর্থ - হঠাৎ জোরে টান), ঢিকি (অর্থ - ঢেকি), উট্কা (অর্থ - আনাড়ি), হক্ (অর্থ - ন্যায্য), ভোক্ (অর্থ - ক্ষিদে), খোরাক (অর্থ - খাদ্য) ইত্যাদি।

'ক' -এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ক > খ	—	দোজক > দোজখ, বকশিস > বখ্শিশ
		পুকুর > পৈখোর, চরকি > চোরখি
ক > গ	—	শাক্ > শাগ্, বক > বগ্,
		সকল > সগল, শোক > শোগ্

খ্ :

পদাদিতে 'খ' এর ব্যবহার আছে। যেমন—খতম্ (অর্থ - শেষ), খানা (অর্থ - খাওয়া) , খিলাপ্ (অর্থ - বিরুদ্ধ), খান্দান্ (অর্থ - বংশ), খাল খয়রাৎ (অর্থ - দান), খারিজ (অর্থ - বাতিল), খরপোস (অর্থ - খোরাকি), খঞ্জর (অর্থ - ছোরা বিশেষ), খান (অথ - স্থান) ইত্যাদি।

মধ্যপদস্থিত 'খ' এর ব্যবহার—খাখার (অর্থ - কলঙ্ক/দুর্নাম), আখ্রি (অর্থ - শেষ) , ইখতেয়ার (অর্থ -অধিকার), দাখিল (অর্থ - উপস্থাপিত), লাখেরাজ (অর্থ - নিষ্কর জমি), দস্তখত (অর্থ - স্বাক্ষর), বখশিস (অর্থ - পুরস্কার/খুশি হয়ে দেওয়া), বরখাস্ত (অর্থ - অপসারিত) ইত্যাদি।

পদান্তে ‘খ’ এর উচ্চারিত— জ্যোখা (অর্থ - মাপা), বোরখা (অর্থ - অঙ্গাবরণ), চোখা (অর্থ - সূঁচালো), দোজখ (অর্থ - নরক) ইত্যাদি।

‘খ’-এর রূপান্তর—

খ > ক — চোখ > চোক্, বোরখা > বোরকা,
সুখ > সুক্, মুখ > মুক্
খ > গ — বৈশাখ > বোশেগ্, দোজখ > দোজগ্

গ্ :

শব্দের আদিতে ‘গ’ এর ব্যবহার আছে। যেমন— গজুয়া (অর্থ - বোকা), গাঁড়োল (অর্থ - অকর্মন্য), গুহির (অর্থ - গভীরে), গোহিল (অর্থ - গোয়ালঘর), গাভী, গুঙ্গা (অর্থ - বোবা), গতর (অর্থ - শরীর), গুসল (অর্থ - স্নান), গুলাম (অর্থ - ভৃত্য), গরদান্ (অর্থ - খাড়/গলা), গোমান (অর্থ - গর্ব) ইত্যাদি।

শব্দের মধ্য পদে ‘গ’— বোগাস (অর্থ - মিথ্যা), ঔইগিলা (অর্থ - ওগুলো), মাগুর (অর্থ - মাগুর মাছ), সদাগর (অর্থ -বড় ব্যবসায়ী), আজগুবি (অর্থ - অবিশ্বাস), ঝগড়া (অর্থ - বিবাদ), ভ্যাগনা (অর্থ - ভাগ্নে), শাগরিদ (অর্থ - শিষ্য) ইত্যাদি।

শব্দান্তে ‘গ’ এর ব্যবহার — মোরগ (অর্থ - কুক্কুট), ধাগা (অর্থ - মোটা সূতা), রুগী (অর্থ - ব্যাধিগ্রস্ত), মুগ (অর্থ - ডাল বিশেষ), জিন্দেগি (অর্থ - জীবন), মগি (অর্থ - স্ত্রী/নারী) ইত্যাদি।

‘গ’ -এর পরিবর্তন—

গ > ক — মুগ > মুক্, চিরাগ > চিরাক্
গ > ঘ — আগে > আঘে, অগ্রহায়ণ > অঘ্রাণ
গ > ব — শাগু > শাবু

ঘ্ :

শব্দের আদিতে ‘ঘ’ এর ব্যবহার আছে। যেমন— ঘিন্ (অর্থ - ঘৃণা), ঘিন্টি (অর্থ -

জট), ঘশটোন (অর্থ - ঘর্ষণ), ঘাটোয়াল (অর্থ - খেয়াঘাটের তত্ত্বাবধায়ক), ঘুড়া (অর্থ - ঘোড়া), ঘর, ঘি, ঘাটা (অর্থ - রাস্তা), ঘসি (অর্থ - ঘুঁটে) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ঘ' এর ব্যবহার কম লক্ষিত হয়। যেমন— মাঘ (অর্থ - মাস বিশেষ), বাঘ, ঘুঘু (অর্থ - পাখি বিশেষ), দিঘি, লাঘু (অর্থ - লঘু) ইত্যাদি।

পদমধ্যস্থিত 'ঘ' আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে কখনো 'গ' তে পরিণত হয়। যেমন— দিঘি দিঘি, বাঘ বাগ্, মাঘ মাগ্ ইত্যাদি।

'ঘ'-এর রূপান্তর—

ঘ > গ — বাঘ > বাগ্, দিঘি > দিগি,
মাঘ > মাগ্, লাঘু > লাগু,
ঘুঘু > ঘুগু

ঙ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ঙ' ধ্বনির ব্যবহার আছে। তবে তা অপেক্ষাকৃত কম উচ্চারিত হয়। একাক্ষর শব্দে 'ঙ' পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু দুই অক্ষর যুক্ত শব্দে অনেক সময় 'ঙ' + 'গ' উচ্চারিত হয়। সেখানে 'ঙ' ক্ষীণভাবে আর 'গ' অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। 'ঙ' -এর ব্যবহার হল— পদ মধ্যে 'ঙ'— পাঙ্খা (অর্থ - পাখা), নাঙল্ (অর্থ - লাঙ্গল) , চ্যাঙ্রা (অর্থ - ছোট ছেলে), গুঙ্গা (অর্থ - বোবা), ওঙ্গুল (অর্থ - আঙ্গুল), আঙ্না (অর্থ - বারান্দা) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ঙ' -এর ব্যবহার ঝিঙা (অর্থ - ঝিঙ্গা), শিঙি (অর্থ - শিং মাছ), চ্যাঙ (অর্থ - চ্যাং মাছ), জঙ্গ (অর্থ - যুদ্ধ), রঙ (অর্থ - বর্ণ), জাঙ (অর্থ - জঙ্ঘা), ঢেঙা (অর্থ - লম্বা) ইত্যাদি।

অনেক সময় যুক্ত ব্যঞ্জনে পদ মধ্যস্থিত 'ঙ' লোপ পায়। যেমন—শঙ্খ > শাখো, বঙ্ক > ব্যকা ইত্যাদি।

চ :

এই কথ্যভাষায় পদাদিস্থিত 'চ' -এর যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— চ

(অর্থ - চল), চিন্ (অর্থ - চিহ্ন), চোৎ (অর্থ - চৈত্র মাস), চান্দ (অর্থ - চন্দ্র), চক্চাইক্যা (অর্থ - চাকচিক্য), চাক্লা (অর্থ - গোল), চুল্হা (অর্থ - উনুন), চোক্লা (অর্থ - খোসা), চাচা, চ্যাঙড়া (অর্থ - বালক), চোক্ (অর্থ - চোখ), চোপা (অর্থ - মুখ), চিললান্ (অর্থ - চিৎকার) ইত্যাদি।

শব্দ মধ্যে 'চ' -এর ব্যবহার—কাচিয়্যা (অর্থ - হাসুয়া), কাচুয়া (অর্থ - নবজাতক), ছুঁইচল্যা, (অর্থ - সূচালো), খ্যাচড়া (অর্থ - নোৎরা), কুচিয়া (অর্থ - কুচে মাছ), রক্তচুষা (অর্থ - গিরগিটি), বোচ্কা (অর্থ - পোঁটলা/গাঁটরি), লাচার (অর্থ - নিরুপায়) ইত্যাদি।

পদান্তে 'চ'-এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ছুঁচা (অর্থ - শৌচালয়ের কার্য/ শৌচকার্য), মোচ্ (অর্থ - গোঁফ), লালচী (অর্থ - লোভী), মৈচ্ (অর্থ - মরিচ/লঙ্কা), মাচ্ (অর্থ - মাছ), প্যাচা (অর্থ - পেঁচা), গোচি (অর্থ - গচি মাছ) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে ও পদান্তে এই উপভাষায় 'চ' অনেক সময় মৃদু 'স' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— কোরিচে > কোইসে, করিচু > কইসু, ধোরিচে > ধোইসে ইত্যাদি।

'চ' -এর রূপান্তর নিম্ন উল্লেখিত—

চ > স — কোরিচে > কোইসে, করিচু > কইসু
ধোরিচে > ধোইসে

চ > ছ — খ্যাচড়া > খ্যাছড়া, ক্যাইচি > ক্যাইছি

ছ :

শব্দের আদিতে 'ছ'-এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যেমন—ছ্যাহা (অর্থ - ছায়া), ছ্যান্দা (অর্থ - ছিদ্র), ছিল্কা (অর্থ - খোসা), ছিনহ্যার (অর্থ - ছিনাল), ছুঁইচ্ল্যা (অর্থ - সূঁচালো), ছুঁদা (অর্থ - জলশৌচ), ছুত্না (অর্থ - নামমাত্র), ছাচা (অর্থ - সত্যি) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'ছ' -এর ব্যবহার—মাছুয়া (অর্থ - জেলে), বিছ্যান্ (অর্থ - বিছানা), কাছিম (অর্থ - কচ্ছপ), অছিলা (অর্থ - ছল) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ছ'-এর ব্যবহার— পুছ্ (অর্থ - জিজ্ঞাসা), নুন্ছ্যা (অর্থ - লবনাক্ত), বিচ্ছ্যা (অর্থ - বিছে), গাম্ছা (অর্থ - গামোছা) ইত্যাদি।

এই কথ্যভাষায় 'ছ' প্রায় 'চ' এর মতন উচ্চারিত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে 'চ' লুপ্ত

হয়ে যায়। যেমন—ছুইচ্ > শুঁই।

'ছ'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ছ > চ — খ্যছড়া > খ্যাচড়া, মাছ > মাচ্,
পুছ > পুচ্, ছিল্কা > চিল্কা

জ :

এই কথ্যভাষায় পদাদিস্থিত 'জ'-এর যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—জনম্ (অর্থ - জন্ম), জেঠ (অর্থ - জ্যাঠা), জি (অর্থ - মহাশয়), জুত্ (অর্থ - মনোযোগের সঙ্গে), জ্যাঁওই (অর্থ - জামাই), জুয়ান (অর্থ - জোয়ান), জিভ্যা (অর্থ - জিহ্বা), জাং (অর্থ - জঙ্ঘা), জোন্ (অর্থ - জনমজুর), জুদাই (অর্থ - ভিন্ন), জঙ্গ (অর্থ - যুদ্ধ), জবোর (অর্থ - জাঁকালো), জিন্দেগি (অর্থ - জীবন) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'ছ'-এর উচ্চারণ— দরজাল (অর্থ - দজ্জাল), মাহাজোন (অর্থ - মহাজন), নজরানা (অর্থ - ভেট), নজির (অর্থ - দৃষ্টান্ত), মোজলিশ (অর্থ - আসর), মোজরুর (অর্থ - বাধ্য), হেফাজৎ (অর্থ - তত্ত্বাবধান), সাজিশ (অর্থ - ষড়যন্ত্র), ওজোর (অর্থ - আপত্তি) ইত্যাদি।

পদান্তে 'জ'-এর ব্যবহার— বোরুজ (অর্থ - গম্বুজ), মানজা (অর্থ - কোমর), কোলজ্যা (অর্থ - মেটে), শোব্জ্যা (অর্থ - সবুজ), মুন্জা (অর্থ - মোজা), কারসাজি (অর্থ - কৌশল), খারিজ (অর্থ - বাতিল), আর্জি (অর্থ - আবেদন) ইত্যাদি।

'জ'-এর রূপান্তর—

জ > ঝ — মাজা > মাঝা, খাজা > খাজা

ঝ:

এই কথ্যভাষায় পদাদিস্থিত 'ঝ' -এর প্রচলন আছে। যেমন—ঝাটাহা (অর্থ - ঝাড়ু), ঝুল্না (অর্থ - দোলনা), জিঙ্যা (অর্থ - ঝিঙ্গা), ঝাপ্নি (অর্থ -ঢাকনা), ঝিটক্যা (অর্থ - হঠাৎ জোরে টান), ঝুটা (অর্থ - মিথ্যা), ঝুনা (অর্থ - পাকা) ইত্যাদি।

মধ্যপদস্থিত 'ঝ'-এর ব্যবহার তেমন চোখে পড়ে না। পদান্তে 'ঝ'-এর প্রয়োগ দেখা

যায় তবে তা খুব কম। যেমন—বানঝা (অর্থ - বাঁঝা), মাইঝ্যা (অর্থ - মেঝে), সন্‌ঝা (অর্থ - সন্ধ্যা) ইত্যাদি।

'ঝ'-এর পরিবর্তন—

ঝ > জ — বানঝা > বান্‌জা, মেঝে > মেজে

ঞ :

এই কথ্যভাষায় 'ঞ' ধ্বনির ব্যবহার নেই। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনানুসৃত 'ঞ' প্রাকৃতে ন্ (ঞ) হয়ে বাংলায় এক 'ন' কারে পরিণত হয়েছে। এই কথ্যভাষাতেও যুক্ত ব্যঞ্জনে পদমধ্যস্থিত 'ঞ'—'ন' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—বঞ্চনা > বন্‌চোনা, লাঞ্ছিত > লান্‌ছিতো, ব্যঞ্জন > ব্যান্‌জোন্, রায়গঞ্জ > রায়গন্‌জ ইত্যাদি।

ট :

পদাদিস্থিত 'ট'-এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। যেমন—টুটি (অর্থ - গলা), টাটা (অর্থ - যন্ত্রণা), ট্যারহা (অর্থ - ট্যারা), টাকা, ট্যারছা (অর্থ - তেরছা), পাটি, টমাটোম (অর্থ - টমেটো), টেইম (অর্থ - সময়), ট্যাঙরা (অর্থ - মাছের নাম), টপ্ (অর্থ - তাড়াতাড়ি), টিরেন (অর্থ - ট্রেন/train) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'ট' -এর ব্যবহার প্রচুর—কুটুম (অর্থ - কুটুম্ব), ঝাটাহা (অর্থ - ঝাড়ু), ফুটানি (অর্থ - বাবুগিরি), বাইট্‌ট্যা (অর্থ - বেঁটে), বিটকাল (অর্থ - বদমাস/শয়তান), পটোল (অর্থ - পটল), কুট্‌পা (অর্থ - ধান কোটা/ ভানা) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ট'-এর প্রচুর প্রয়োগ আছে— কোষট্যা (অর্থ - কষটা), পাটিশাঁপটা (অর্থ - পাটি সাপটা পিঠে), উক্‌টা (অর্থ - আনাড়ি/দুষ্ট), কিশট্ (অর্থ - কৃপণ), ঘিন্‌টি (অর্থ - জট), উইশট্যা (অর্থ - হোঁচট), হাইট্যা (অর্থ - হাঁটু), প্যাট্ (অর্থ - পেট), খাটট্যা (অর্থ - টক) ইত্যাদি।

'ট'-এর রূপান্তর নিম্ন উল্লেখিত—

ট > ঠ — হাইট্যা > হাইঠ্যা, খাটট্যা > খাটঠ্যা,

বাইটট্যা > বাইটঠ্যা, কোষ্ঠ্যা > কোষ্ঠ্যা

ঠ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ঠ'-এর ব্যবহার রয়েছে। পদাদিস্থিত 'ঠ'-এর উচ্চারণ—ঠগ্ (অর্থ - প্রতারক), ঠ্যেহের (অর্থ - দাঁড়ানো), ঠুমক (অর্থ - চলনভঙ্গি), ঠাণ্ড (অর্থ - ঠাণ্ডা), ঠ্যাঙ (অর্থ - পা), ঠাম্মা (অর্থ - ঠাকুমা), ঠাকুর (অর্থ - দেবতা), ঠিকা (অর্থ - শর্তযুক্ত), ঠিকানা (অর্থ - বাসস্থানের বিবরণ), ঠেক (অর্থ - আড্ডা) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'ঠ' -এর ব্যবহার আছে—কাঠোল (অর্থ - কাঁঠাল), সবঠিন (অর্থ - সব জায়গা), কঠিন (অর্থ - শক্ত), লনঠোন্ (অর্থ - লণ্ঠন/), গঠন (অর্থ - নির্মাণ), শেঠিয়া (অর্থ - বড়লোক), হঠাত্ (অর্থ - অকস্মাৎ) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ঠ'-এর ব্যবহার—অ্যাক্ঠে (অর্থ - একত্রে), এইঠে (অর্থ - এখানে), ওইঠে (অর্থ - এখানে), জেঠ (অর্থ - জ্যাঠা), হোঠ (অর্থ - চোঁঠ), পুট্ঠা (অর্থ - নিতম্ব), বাইট্ঠ্যা (অর্থ - বেঁটে), মিট্ঠ্যা (অর্থ - মিষ্টি), লাঠি (অর্থ - যষ্ঠি) ইত্যাদি।

'ঠ'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ঠ > ট — হঠাত্ > হটাত্, শেঠিয়া > শেটিয়া,
লন্ঠোন > লন্টন

ড :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ড' সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। যেমন—ডালি (অর্থ - ঝাঁকা), ডিহি (অর্থ - ভিটে), ডোঙা (অর্থ - ডোবা), ডাব্ (অর্থ - ডাব), ডিমা (অর্থ - ডিম), ডাহা (অর্থ - বড়), ডব্কা (অর্থ - পরিপূর্ণ), ডিখি (অর্থ - দিখি), ডন্ড (অর্থ - দণ্ড), ডাইল (অর্থ - ডাল), ডাশবোল্লা (অর্থ - মৌমাছি), ডাং (অর্থ - লাঠি), ডম্ (অর্থ - মেথর) ইত্যাদি শব্দের আদি পদে 'ড' ব্যবহারের নমুনা।

পদমধ্যে 'ড'-এর ব্যবহার আছে। যেমন—মণ্ডোপ (অর্থ - মণ্ডপ), হাড্ডি (অর্থ - হাড়), বিলডিং (অর্থ - ইং. Building), ভাণ্ডোপ (অর্থ - ভাণ্ড) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ড'-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—রাণ্ডি (অর্থ - বিধবা), কাড (অর্থ

- ইং. card), মাণ্ডা (অর্থ - মাঁড়ানো), কয়ডা (অর্থ - কতগুলি), চোণ্ডী (অর্থ - চণ্ডী), ষণ্ডা (অর্থ - ষাড়ের মতো) ইত্যাদি।

'ড'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ড > ট — কার্ড > কাট্

ড > দ — ডাক্তার > দাক্তার

ঢ :

পদাদিস্থিত 'ড' -এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ঢ্যাকা (অর্থ - ধাক্কা), ঢ্যার (অর্থ - অনেক), ঢুঁড়া (অর্থ - খোঁজা), ঢ্যালা (অর্থ - বড় উকুন), ঢপ (অর্থ - মিথ্যা), ঢেকি, ঢাক, ধোল, ঢেঙ্গা (অর্থ - লম্বা), ঢেনা (অর্থ - অবিবাহিত পুরুষ), ঢ্যাল (অর্থ - ঢিল), ঢ্যালঢ্যালা (অর্থ - ঢলঢলে), ঢং (অর্থ - রঙ্গ) ইত্যাদি।

আলোচ্য কথ্যভাষায় পদান্তে ও পদমধ্যে 'ঢ'-এর প্রয়োগ খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। 'ঢ'-এর কোনো রূপান্তর চোখে পড়ে না।

ণ :

এই কথ্যভাষায় 'ণ' ও ন'-এর কোনো পৃথক উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় না। সংস্কৃতে 'ণ' সহিত যুক্ত ব্যঞ্জনকৃত শব্দ জাত কয়েকটি শব্দ এই কথ্যভাষাতেও রয়েছে। যেমন—সং মণ্ডন > মাণ্ডা (অর্থ - মাঁড়া, যেমন ফসল মাঁড়া)। ণত্ব-বিধি অনুসারে বাংলা বানানে মূর্ধণ্য ণ'-এর কৌলিন্য বজায় থাকলেও আলোচ্য কথ্যভাষায় তা রক্ষা হয়নি।

ত :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ত' বর্ণের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পদাদিস্থিত 'ত'-এর ব্যবহার—তি (অর্থ - তুই), তলা (অর্থ - তল), ত্যাল (অর্থ - তৈল), তক্ক (অর্থ - তর্ক), তাহো (অর্থ - তাঐ মশাই), তন (অর্থ - স্তন), ত্যাইলু (অর্থ - তালু), তিত্ত্যা (অর্থ - তিক্ত), তাম্বু (অর্থ - তাঁবু), ত্যালা (অর্থ - তালা), তোয়লা (অর্থ - তোয়ালা), তালাক (অর্থ - তালাক) ইত্যাদি।

শব্দ মধ্যে 'ত'-এর উচ্চারণ—কত্‌লা (অর্থ - কত), কাত্‌তিক (অর্থ - কার্ত্তিক), কিন্তুক (অর্থ - কিন্তু), গতর (অর্থ - শরীর), খাতুক (অর্থ - খাদক), ওশ্‌তাদ (অর্থ - গুরু), দাক্‌তর (অর্থ - ডাক্তার), বুতাম (অর্থ - বোতাম), কৈতর (অর্থ - কবুতর), কুত্‌তা (অর্থ - কুকুর) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ত'-এর প্রয়োগ আছে। যেমন— পোতি (অর্থ - প্রতি), পোতা (অর্থ - নাতি), মিতা, পোয়াতি (অর্থ - গর্ভবতী), আউরাত্‌ (অর্থ - স্ত্রী-লোক), শুতা (অর্থ - শুয়ে) , চিতি (অর্থ - প্রজাপতি), অমানত (অর্থ - গচ্ছিত), তবিয়ত্‌ (অর্থ - স্বাস্থ্য), দোয়াত (অর্থ - মস্যাধার) ইত্যাদি।

'ত'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ত > থ — পুতুল > পুঁথ্‌লা

ত > দ — বোতাম > বুদাম্‌, গীত > গীদ

থ :

এই কথ্যভাষায় 'থ'-এর প্রয়োগ আছে। পদের আদিতে যথেষ্ট পরিমানে 'থ' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—থুয়্যা (অর্থ - রেখে), থোড়হা (অর্থ - অল্প), থেটার (অর্থ - ইং. theatre) থান (অর্থ - অর্থ দেবতার স্থানবিশেষ), থালি (অর্থ - থালা) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'থ'-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পরথম (অর্থ - প্রথম), পিরথিবি (অর্থ - পৃথিবী), পাথৈলা (অর্থ - আড়াআড়ি), পুথঁলা (অর্থ - পুতুল), পৈথ্যান (অর্থ - বিছানা), ভোথরা (অর্থ - বোতা), মেথোর (অর্থ - মেথর) ইত্যাদি।

পদান্তে 'থ'-এর ব্যবহার খুব কম লক্ষ্য করা গেছে—মাথা (অর্থ - মস্তক), সাথ্‌ (অর্থ - সঙ্গ), কেথা (অর্থ - কাঁথা), কথা, পথ, রথ ইত্যাদি।

দ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'দ'-বর্ণের প্রচুর ব্যবহার আছে। যেমন—পদাদিস্থিত 'দ' হিসাবে উচ্চারিত হয়—দুগ্‌গতি (অর্থ - দুর্গতি), দেহা (অর্থ - দেহ), দুখ (অর্থ - দুঃখ), দামাদ (অর্থ - জামাই), দ্যাঅর (অর্থ - দেওর), দাদি (অর্থ - দিদিমা), দুলা (অর্থ - দুলহা), দোস্ত (অর্থ -

বন্ধু), দুশ্‌মোন (অর্থ - দুশমন), দুলহিন (অর্থ - কনে) ইত্যাদি।

পদ মধ্যেও 'দ'-এর যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ইন্দুর (অর্থ - ইদুর), উদাম (অর্থ - উলঙ্গ), ভাদর (অর্থ - ভাদ্র), গরদান (অর্থ - গলা), কদাল (অর্থ - কোদাল), সিন্দুর (অর্থ - সিদুর), বান্দর (অর্থ - বানর) ইত্যাদি।

পদান্তে 'দ'-এর ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে। যেমন— গিদ (অর্থ - গীত), চান্দ (অর্থ - চাঁদ), নিন্দ (অর্থ - ঘুম), পরসাদ (অর্থ - প্রসাদ), বিপোদ (অর্থ - বিপদ), শমন্‌দি (অর্থ - সমুন্দি), ননদ, ল্যাদ্‌দি (অর্থ - গবাদি পশুর মল), আশুরবাদ (অর্থ - আশীর্বাদ), সংবাদ, ওশতাদ (অর্থ - উস্তাদ), হৈল্‌দ্যা (অর্থ - হলুদ) ইত্যাদি।

'দ'-এর রূপান্তর নিম্ন উল্লেখিত—

দ > ধ — উদাম > উধাম

দ > ড — দেড় > ড্যার, দাড়কাক > ডারকাউয়্যা

ধ :

পদাদিস্থিত 'ধ'-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— ধেনুক (অর্থ - ধনুক), ধাম্মিক (অর্থ - ধার্মিক), ধাগা (অর্থ - সূতা), ধনী, ধলা (অর্থ - সাদা), ধান, ধুতি, ধীমা (অর্থ - আস্তে) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'ধ'-এর উচ্চারণ হল—পরধান (অর্থ - প্রধান), বাইধ্‌ধ (অর্থ - বাধ্য), শাধনা (অর্থ - সাধনা), বরধন (অর্থ - বর্ধন), বিদ্ধ (অর্থ - বৃদ্ধ), বুধবার ইত্যাদি।

পদান্তে 'ধ'-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যথা—গন্ধা (অর্থ - গন্ধ), কান্‌ধা (অর্থ - কিনারা), পিন্‌ধ্যা (অর্থ - পরন), বোন্ধু (অর্থ - বন্ধু), আধা (অর্থ - অর্ধেক), সিধা (অর্থ - সোজা), গুধ্যা (অর্থ - নবজাতক), গাধা ইত্যাদি।

'ধ'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ধ > দ — দুধ > দুদ, গাধা > গাদা

ধ > হ — বধির > বহির‍্যা

ন :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ন'-এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। পদাদিতে 'ন'-এর উচ্চারণ

হল—নিন্দ (অর্থ - যুম), ন্যাইনদ (অর্থ - ননদ), নুনছ্যা (অর্থ - লবণাক্ত), নবান (অর্থ - নবান্ন), নন্ (অর্থ - ননদ), নাতি, নানা (অর্থ - দাদু), নাং (অর্থ - স্ত্রী), নহবৎ (অর্থ - সানাই বাদ্য), নাজিহাল (অর্থ - নাস্তানাবুদ), নিক্লা (অর্থ - বের করা) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'ন'-এর উপস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। যেমন—ওনিষ্ট (অর্থ - অনিষ্ট), আননিয়্যায় (অর্থ - অন্যায়), জনম (অর্থ - জন্ম), পরনাম (অর্থ - প্রণাম), কানধা (অর্থ - ছিদ্র), ছিনহ্যার (অর্থ - ছিনাল), পিন্ধ্যা (অর্থ - পরিধান), শমন্দি (অর্থ - সমুন্দি) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ন'-এর ব্যবহার আছে। যথা— কইনা (অর্থ - কন্যা), ভাগনা (অর্থ - ভাগ্নে), চান্দ (অর্থ - চাঁদ), পুরনা (অর্থ - পুরানো), পরধান (অর্থ - প্রধান), পরমান (অর্থ - প্রমাণ), খানদান (অর্থ - বংশ), খানা (অর্থ - খাওয়া), আনাযানা (অর্থ - আসা যাওয়া), ঝানু (অর্থ - পাকা), দোনো (অর্থ - দুজন), শালুন (অর্থ - তরকারি), ঘিন্ (অর্থ - ঘৃণা), ইমান (অর্থ - বিবেক), আস্তিন (অর্থ - জামা), আশমান (অর্থ - আকাশ) ইত্যাদি।

'ন'-এর রূপান্তর নিম্ন উল্লেখিত—

ন > ল — নগদ > লগদ, নাতি > লাতি,
নাচার > লাচার, নাপিত > লাপিত,
নাড়ু > লাড়ু, নসিব > লশিব্

কখন ও 'ন' লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—নবান্ন > নবান্।

প :

'প'-এর প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পদাদিতে 'প'-এর ব্যবহার— পুরনা (অর্থ - পুরোনো), পরসাদ (অর্থ - প্রসাদ), পোতি (অর্থ - স্বামী), পরথম (অর্থ - প্রথম), পিরথিবি (অর্থ - পৃথিবী), পরধান (অর্থ - প্রধান), পরনাম (অর্থ - প্রণাম), পহার (অর্থ - প্রহার), পাথৈল্যা (অর্থ - আড়াআড়ি), পিন্ধ্যা (অর্থ - পরিধান), পাইহ্যা (অর্থ - চাকা), পলোয়ান (অর্থ - পালোয়ান), পালোমেন্ (অর্থ - ইং. Parliament) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'প'-এর ব্যবহার যথেষ্ট। বিপোদ (অর্থ - বিপদ), ক্যালাপাতি (অর্থ - সবুজ), খাপড়ি (অর্থ - মাথার খুলি), ভগীনপোত্ (অর্থ - ভগ্নীপতি), কাপাল (অর্থ - কপাল), কপজি (অর্থ - কব্জি), আলপিন্ (অর্থ - আলপনা), কাপড়া (অর্থ - কাপড়), দোপেহের

(অর্থ - দুপুর), পিপিয়া (অর্থ - পেপে), ডিপটিকল (অর্থ - ইং. Deep tubewel), পাটিশাপ্টা (অর্থ - পিঠের নাম বিশেষ) ইত্যাদি।

পদান্তে 'প'-এর প্রয়োগ আছে। যেমন— চোপা (অর্থ - মুখ), খারাপ, কাপা (অর্থ - কাঁপা), খিলাপ (অর্থ - অন্যথা), তছরুপ (অর্থ - নষ্ট করা), জিলাবা (অর্থ - জিলাপি) ইত্যাদি।

'প'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

প > ফ — সুপারি > সুফারি

প > ব — কপি > কোবি

প > ভ — উপুর > উভুর

ফ :

এই কথ্যভাষায় 'ফ'-এর প্রয়োগ রয়েছে। পদাদিস্থিত 'ফ'-এর ব্যবহার হল—ফুটানি (অর্থ - বাবুগিরি), ফেইক্যা (অর্থ - ছুড়ে ফেলা), ফুফু (অর্থ - পিসি), ফাড় (অর্থ - চওড়া) , ফেন (অর্থ - ইং. Fan), ফড়িং (অর্থ - ফড়িং), ফ্যাপড়া (অর্থ - ফুসফুস), ফের (অর্থ - আবার), ফেচচু (অর্থ -ফিঙে), ফাগুন (অর্থ - ফাল্গুন), ফালতু (অর্থ - বাজে), ফায়সালা) অর্থ - নিস্পত্তি), ফুরসৎ (অর্থ - অবকাশ), ফরমাস (অর্থ - হুকম), ফাস (অর্থ - গুপ্ত কথা প্রকাশ) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'ফ'-এর ব্যবহার কম লক্ষ্য করা যায়। যথা—কাফের (অর্থ - নিষ্ঠুর ব্যক্তি) , গাফেলতি (অর্থ - অমনোযোগ), হেফাজত (অর্থ - বিচারাধীন), অফলা (অর্থ - ফলন নেই এমন), মফস্বল (অর্থ - গ্রামাঞ্চল), সফর (অর্থ - যাত্রা), মারফত (অর্থ - মাধ্যম), কাফন (অর্থ - শব আচ্ছাদনের বস্ত্র) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ফ'-এর ব্যবহার আলোচ্য কথ্যভাষায় খুব কম লক্ষিত হয়। যেমন—ইস্তফা (অর্থ - ত্যাগ), ওয়াকেফ (অর্থ - অভিজ্ঞ), শরীৎ (অর্থ - পবিত্র), কফি (অর্থ - ইং. Coffee)), দফা (অর্থ - কিস্তি), রফা (অর্থ - নিস্পত্তি) ইত্যাদি।

'ফ'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ফ > প — কফি > কপি, কফ > কপ্

ব :

এই কথ্যভাষায় 'ব'-এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। পদাদিস্থিত 'ব'-এর ব্যবহার প্রচুর। যথা—বক্‌রি (অর্থ - ছাগল), বিল্লি (অর্থ - বেড়াল), বুবু (অর্থ - দিদি), বুরাই (অর্থ - খারাপ), বহৎ (অর্থ - অনেক), বেওয়া (অর্থ - বিধবা), বৈল (অর্থ - বলদ), বিল্‌কুল (অর্থ - অবশ্যই), বরকত (অর্থ - শ্রীবৃদ্ধি), বোরুজ (অর্থ - গুম্বজ), বদোন (অর্থ - শরীর), বরাত (অর্থ - কাজের ভার), বেহেশৎ (অর্থ - স্বর্গ), বাইধধ (অর্থ - বাধ্য), ব্যাভার (অর্থ - ব্যবহার), বাভন (অর্থ - ব্রাহ্মণ), বিহ্যা (অর্থ - বিয়ে), বৈরাতি (অর্থ - বরযাত্রী) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'ব'-এর যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— জোবাই (অর্থ - হত্যা), কোবুল (অর্থ - স্বীকার), তবিয়ত (অর্থ - স্বাস্থ্য), নহবৎ (অর্থ - সানাই বাদ্য), জবোর (অর্থ - জাঁকালো), নাস্তানাবুত (অর্থ - নাজেহাল), নবান (অর্থ - নবান্ন), উব্‌জা (অর্থ - উৎপন্ন হওয়া), ডাশবোল্‌ল্যা (অর্থ - বোলতা), আব্‌বা (অর্থ - বাবা), শাবুন (অর্থ - সাবান), অম্বোল (অর্থ - অম্বল), শুবুজ (অর্থ - সবুজ), খিদিবিদি (অর্থ - বিরক্ত) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ব'-এর ব্যবহার আছে। যেমন— শেব (অর্থ - আপেল), রেকাব (অর্থ - ক্ষুদ্র থালা), বুবু (অর্থ - দিদি), পিরথিবি (অর্থ - পৃথিবী), ভাবী (অর্থ - বৌদি), নাম্বা (অর্থ - লম্বা), তাম্বু (অর্থ - তাঁবু), চাবি, টিবি (অর্থ - ইং.T.V.), কোবি (অর্থ - কবি), শাবু (অর্থ - সাগু), নেবু (অর্থ - লেবু), ডাব, গাব ইত্যাদি।

'ব'-এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

ব > ভ — সবাই > সভ্যাই, চাবি > চাভি,
ডোবা > ডোভা, লম্বা > নাম্‌ভা

ব > ম — লেবু > নেমু, খুব > খুম
তাঁবু > তামু, জবান > জমান

ভ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ভ'-এর ব্যবহার আছে। পদের আদিতে 'ভ'-এর ব্যবহার হল— ভুই (অর্থ - ভূমি), ভাদ্‌দর (অর্থ - ভাদ্র), ভাদোই (অর্থ - আউশ ধান), ভোথরা (অর্থ - ভোঁতা), ভেই (অর্থ - ভাই), ভাবি (অর্থ - বৌদি), ভ্যাগ্‌না (অর্থ - ভাগ্নে), ভাতার (অর্থ -

স্বামী), ভাতিজ্যা (অর্থ - ভাইপো), ভাল্ (অর্থ - ভাল), ভোরর‍্যাইত (অর্থ - ভোর), ভোক্ (অর্থ - ক্ষুধা), ভইস (অর্থ মহিষ), ভাল্লুক (অর্থ - ভালুক), ভ্যাদা (অর্থ - ভেটকি মাছ), ভ্যালাই (অর্থ - উপকার), ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'ভ'-এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ্য করা গেছে। যেমন—ব্যাভার (অর্থ - ব্যবহার), বাভন (অর্থ - ব্রাহ্মণ), উভুর (অর্থ - উপুর), ভ্যালভাল্যা (অর্থ - বোকা), ভুসভুস্যা (অর্থ - ফাঁপা), সিলভার কাপ্ (অর্থ - সিলভার কার্প), অভিসম (অর্থ - তেমন) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ভ'-এর ব্যবহার খুব কম। জিভ্যা (অর্থ - জিহ্বা), লাভি (অর্থ - নাভি), শুভ, সভা, চ্যাভ (অর্থ - চেং মাছ), গাভি (অর্থ - গরু) ইত্যাদি।

ম :

'ম'-এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পদাদিস্থিত 'ম'-এর প্রয়োগ— মইন্ত্র (অর্থ - মন্ত্র), মণ্ডোপ (অর্থ - মণ্ডপ), মঙল (অর্থ - মঙ্গল), মাগ্ (অর্থ - মাঘ), মুক্ (অর্থ - মুগ), ম্যাগ (অর্থ - মেঘ), মৈল (অর্থ - ময়লা), মোচ্ (অর্থ - মোছ), মা, মাও (অর্থ - মা), মাগী (অর্থ - স্ত্রীবাচক), মামু (অর্থ - মামা), ম্যাললাই (অর্থ - অনেক), মহাক (অর্থ - সুগন্ধ), মরদ (অর্থ - গ্রামাঞ্চল), মারফৎ (অর্থ - মধ্যস্থতা), মুলাকাত (অর্থ - সাক্ষাৎ), মাহিনা (অর্থ - মাস), মেথোর (অর্থ - মেথর) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'ম'-এর প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। পরমান (অর্থ - প্রমাণ), আম্লা (অর্থ - মা), দামাদ (অর্থ - জামাই), শমন্দি (অর্থ - সমুন্দি), জামান (অর্থ - জোয়ান), কাম্হার (অর্থ - কামার), শেমিজ (অর্থ - শায়া), কুমড়া, অম্বল, দামড়া (হৃষ্টপষ্ট), আমানি (পান্তা ভাত), ডোমকুরা (অর্থ - কুকড়ে যাওয়া), আমনত (অর্থ -জমা), ইমান (অর্থ - বিবেক), কিশমৎ (অর্থ - ভাগ্য), দিমাক (অর্থ - অহংকার), সামিল (অর্থ - যুক্ত), আশমান (অর্থ - আকাশ), চশমখোর (অর্থ - চক্ষু লজ্জাহীন), গোমান (অর্থ - গর্ব), ফরমান (অর্থ - আদেশ) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ম'-এর প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণ। যেমন—উদাম (অর্থ - বিবস্ত্র), কুটুম (অর্থ - আত্মীয়), জন্ম (অর্থ - জন্ম), পরথম (অর্থ - প্রথম), পরিনাম (অর্থ - প্রণাম), ঢেইম (অর্থ - সময়), আকাম (অর্থ - কুকর্ম), মামী, নাম্বা (অর্থ - লম্বা), তামু (অর্থ - তাঁবু), পয়জামা

(অর্থ - পায়জামা), ডিমা (অর্থ - ডিম), অভিসম (অর্থ - তেমন), খতম্ (অর্থ - শেষ), গুলাম্ (অর্থ - ভৃত্য), এলেম্ (অর্থ - বিদ্যা), জেম্মা (অর্থ - হেপাজত), হারেম (অর্থ - নিষিদ্ধ) ইত্যাদি।

র :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'র'-এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। যেমন—রহা (অর্থ - থাকা), রাণ্ডি (অর্থ - বিধবা), রোজু (অর্থ - উপস্থিত), রেকাব (অর্থ - ক্ষুদ্র থালা), রেয়াৎ (অর্থ - রেহাই), রোশনাই (অর্থ - আলোকসজ্জা), র‍্যাইত (অর্থ - রাত), রতন (অর্থ - রত্ন), রুগী, রুমাল, রশি, রাজা, রেজকি (অর্থ - খুচরা পয়সা), রুহি (অর্থ - রুই মাছ) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'র'-এর প্রয়োগ আছে। যেমন—বুরাই (অর্থ - খারাপ), মরদ (অর্থ - পুরুষ), ওয়ারেস (অর্থ - উত্তরাধিকারী), খারিজ (অর্থ - বাতিল), খয়বাৎ (অর্থ - দান), তছরুপ (অর্থ - অনিষ্ট), ফুরসৎ (অর্থ - অবকাশ), বরকত (অর্থ - শ্রীবৃদ্ধি), মারফৎ (অর্থ - মধ্যস্থতা), শরীফ (অর্থ - পবিত্র), হারেম (অর্থ - নিষিদ্ধ), কারচুপি (অর্থ - কৌশল), কুরনিস (অর্থ - সেলাম), খরপোস (অর্থ - খোরাকি), গরদান (অর্থ - গলা/ঘাড়), গুজরান (অর্থ - যাপন), দোরুসত (অর্থ - নির্ভুল), বরদা (অর্থ - বাহক), বরাত (অর্থ - কাজের ভার) ইত্যাদি।

পদান্তে 'র'-এর উপস্থিতি সর্বাধিক। যেমন—খাঁখার (অর্থ - কলঙ্ক), গিদর (অর্থ - নোংরা), আকসার (অর্থ - সবসময়), উখ্‌রা (অর্থ - মুড়কি), কিরা (অর্থ - শপথ), দহরা (অর্থ - পুনরায়), বকরি (অর্থ - ছাগল), দোসরা (অর্থ - ভিন্ন), শক্‌কর (অর্থ - শুক্র), হাতিয়ার (অর্থ - অস্ত্র), ইজারা (অর্থ - টিকা), এখতেয়ার (অর্থ - অধিকার), এজহার (অর্থ - বিজ্ঞপ্তি), ব্যাভার (অর্থ - ব্যবহার), ছিন্‌হার (অর্থ - ছিনাল), পহার (অর্থ - প্রহার), দ্যাঅর (অর্থ - দেওর), গুঁহির (অর্থ - গভীর), ভায়রা, শশুর, ওজোর (অর্থ - আপত্তি) ইত্যাদি।

এই কথ্যভাষায় 'র' অনেক সময় 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—রস > অস, রোসুন > অসুন, রং > অং, রতন > অতন, রুটি > অটি, রমজান > অমজান, রাতি > আতি, বান্ধন > আন্ধন।

আবার পদের আদিতে 'র' লুপ্ত হতে পারে। যেমন— রূপা > উপা, রাড়ি > আড়ি,

রাক্ষস > অ্যাইখ্খস, রুটি > উটি, রুমাল > উমাল।

'র' যুক্ত ব্যঞ্জনে 'র' লুপ্ত হয়ে যায় অনেক সময়। যেমন—প্রণাম > পনাম, প্রসাদ > পসাদ, প্রতিদিন > পোতিদিন, চৈত্র > চৈত্, ব্রাহ্মণ > ব্যাভন।

আবার কখনও আদ্য 'অ', 'ও', 'উ' -এর স্থলে 'র'-এর আগম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—উই > রুই, আয়না > রায়না, ওঝা > রোঝা, উট > রুট।

ল :

পদাদিস্থিত 'ল'-এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে আলোচ্য কথ্যভাষায়। যেমন—লোহু (অর্থ - রক্ত), লাখেরাজ (অর্থ - নিষ্কর জমি), লোহা, ল্যাদ্‌দি (অর্থ - গবাদি পশুর মল), লায়েক (অর্থ - উপযুক্ত), লালচী (অর্থ - লোভী), লাম্বা (অর্থ - লম্বা), লাল, ল্যাইট, ল্যানটোন (অর্থ - ইং. Lantern), লাঠি, লাড়ু (অর্থ - নাড়ু), লাজ (অর্থ - লজ্জা) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'ল'-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথা—কলন্‌ক (অর্থ - কলঙ্ক), শোলোক (অর্থ - শ্লোক), অ্যাইল্‌ন্যা (অর্থ - আলনা), ক্যালাপাতি (অর্থ - সবুজ), চুল্‌হা (অর্থ - চুলা), ছিলক্যা (অর্থ - খোসা), ডাশবোল্‌ল্যা (অর্থ - মৌমাছি), বালশ্‌ (অর্থ - নবজাতক), কোলজ্যা (অর্থ - মেটে), আলসিয়া (অর্থ - অলস), হৈল্‌দ্যা (অর্থ - হলুদ), ঝুল্‌না (অর্থ - দোলনা), খিলাপ (অর্থ - বিরুদ্ধ), চ্যাল্‌হা (অর্থ - শিষ্য), দুলহা (অর্থ - বর), ফালতু (অর্থ - বাজে), শালুন (অর্থ - তরকারি), গুলাম (অর্থ - ভৃত্য), তালাক (অর্থ - বিবাহ বিচ্ছেদ), মোজালিশ (অর্থ - আসর) ইত্যাদি।

পদান্তে 'ল'-এর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন—দিল (অর্থ - মন), বিল্‌কুল (অর্থ - বিড়াল), নিক্‌লা (অর্থ - বর করা), বৈল (অর্থ - বলদ), নাজিহাল (অর্থ - নাস্তানাবুদ), ফায়সালা (অর্থ - মীমাংসা), মফস্বল (অর্থ - গ্রামাঞ্চল), সাওয়াল (অর্থ - প্রশ্ন), সামিল (অর্থ - যুক্ত), কত্‌লা (অর্থ - কত), ক্যাইলা (অর্থ - কলা), ঢ্যাল (অর্থ - ঢিল), খাল, খোলা, গাঁড়োল (অর্থ - বোকা), তলা (অর্থ - তল), ভ্যালভ্যালা (অর্থ - বোকা) ইত্যাদি।

এই কথ্যভাষায় 'আদ্য 'ল' অনেক সময় 'ন'-এ রূপান্তরিত হয়। যেমন— লজ্জা > নজ্জা, লাল > নাল, লক্ষণ > নক্ষণ, লেখা > নেখা, লেবু > নেমু, লম্বা > নাম্‌ভা, লোক >

নোক, লাঙ্গল > নাঙ্‌গোল্‌, লেজ > নেইজ্‌, লতা > নতা।

'ল' যুক্ত ব্যঞ্জনের 'ল' কিংবা পদান্ত 'ল' লুপ্ত হতে পারে। যেমন— চল > চ, ফাল্গুন > ফাগুন্‌।

শ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'শ'-এর যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পদাদিস্থিত 'শ'-এর প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণ। যেমন—শুক্‌কর (অর্থ - শুক্র), শামিল (অর্থ - যুক্ত), শরীফ (অর্থ - মহানুভব), শের (অর্থ - সিংহ), শাখো (অর্থ - শাঁখা), শোলোক (অর্থ - শ্লোক), শরিল (অর্থ - শরীর), শোইজ্‌জ (অর্থ - সহ্য), শাধ্‌না (অর্থ - সাধনা), শিঝা (অর্থ - সেদ্ধ), শিয়্যা (অর্থ - সেলাই করা), শিয়্যানা (অর্থ - সেয়ানা), শাগ (অর্থ - শাক), শাহাড় (অর্থ - ষাঁড়), শিধা (অর্থ - সোজা), শিদল (অর্থ - এক প্রকার খাদ্য বিশেষ), শব (অর্থ - সব), শাপ (অর্থ - সাপ) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'শ' -এর উপস্থিতি যথেষ্ট। যেমন— কৈশ্‌শ্যা (অর্থ - শক্ত করে), রোশনাই (অর্থ - আলোকসজ্জা), বেহেশৎ (অর্থ - সর্গ), চশমখোর (অর্থ - চক্ষুলজ্জাহীন), ইশপগুল (অর্থ - কৃপণ), বৈশাগ (অর্থ - বৈশাখ), উইশট্যা (অর্থ - মানুষ), ভোশুর (অর্থ - ভাসুর), কিরশ্যান (অর্থ - কৃষাণ), মাশ্‌টর (অর্থ - মাষ্টার/Master), কশম (অর্থ - দিব্বি) ইত্যাদি।

পদান্তে 'শ' -এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—শাজিশ (অর্থ - ষড়যন্ত্র), মোজলিশ (অর্থ - আসর), ভুইশ (অর্থ - ষাড়), উড়ৈশ (অর্থ - আসর), ভুইশ (অর্থ - ষাড়), উড়ৈশ (অর্থ - ছারপোকা), কোশ (অর্থ - ক্রোশ), উকাশ (অর্থ - আকাশ), মোশা (অর্থ - মেসো মশাই), গোশ (অর্থ - গরুর মাংস), গিরশ (অর্থ - গ্রাস), বাক্‌শ (অর্থ - বাক্স), গেল্যাশ (অর্থ - গিলাস), মিন্‌শ্যা (অর্থ - পুরুষ মানুষ), বালশ (অর্থ - শিশু/নবজাতক) ইত্যাদি।

'শ' -এর রূপান্তর নিম্নরূপ—

শ > ছ— শৌচ > ছুঁচা, শায়া > ছায়া, সূঁচালো > ছুইচ্‌ল্যা।

ষ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'ষ'-এর পৃথক কোনো উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয় না। 'ষ' রূপান্তরিত

হয়েছে 'শ' ও 'স' -এ। তাই কথ্যভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার নেই।

স :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'স'-এর ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আদ্য ধ্বনিরূপে 'স' -এর ব্যবহার খুবই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদ্য 'স' 'শ'-এ পরিণত হতে দেখা যায়। পদাদিস্থিত 'স' -এর ব্যবহার হল— সদাগর (অর্থ - বণিক), সরেজমিন (অর্থ - ঘটনাস্থল), সায়েস্তা (অর্থ - শান্তি), সাওয়াল (অর্থ - প্রশ্ন), সনদ (অর্থ - হুকুমনামা), সগ্‌গ (অর্থ - স্বর্গ), সিনান্‌ (অর্থ - স্নান) ইত্যাদি।

পদমধ্যে 'স'-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যথা—আকসার (অর্থ - সবসময়), অভিসম (অর্থ - তেমন), তন্দরুসত্‌ (অর্থ - পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য), দুসরা (অর্থ - ভিন্ন), ইস্তফা (অর্থ - ত্যাগ), কসোরত (অর্থ - কায়দা), গোসল (অর্থ - স্নান), ফায়সালা (অর্থ - মীমাংসা), আসকারা (অর্থ - উৎসাহ), আস্তিন (অর্থ - জামা), উস্তাদ (অর্থ - গুরু), দস্তোখত্‌ (অর্থ - স্বাক্ষর) ইত্যাদি।

পদান্তে 'স' প্রয়োগ আছে তবে অপেক্ষাকৃত কম। যথা— জোস (অর্থ - ঝোল), তন্দরুস (অর্থ - স্বাস্থ্যবান), ওয়ারেস (অর্থ - বংশধর), হাদিস (অর্থ - সন্ধান), কুরনিস (অর্থ - সেলাম), হামেসা (অর্থ - সর্বদা), খরপোস (অর্থ - খোরাকি), দিলাসা (অর্থ - সান্ত্বনা), ফরমাস (অর্থ - হুকুম), ফাস (অর্থ - গুপ্ত কথা প্রকাশ) ইত্যাদি।

হ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় 'হ'-এর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে আছে। পদের আদিতে 'হ'-এর প্রয়োগ যথেষ্ট। যেমন—হাড্ডি (অর্থ - হাড়), হাইস্যা (অর্থ - হাসুয়া), হামেশা (অর্থ - সর্বদা), হেস্তনেস্ত (অর্থ - নিস্পত্তি), হাদিস (অর্থ - সন্ধান), হলেফ (অর্থ - দিবি), হাওলাত (অর্থ - ধার), হারেম (অর্থ - নিষিদ্ধ), হেফাজত (অর্থ - তত্ত্বাবধান), হপ্তা (অর্থ - সপ্তাহ), হাইট্যা (অর্থ - হেঁটে), হাইলক্যা (অর্থ - হালকা), হৈল্‌দ্যা (অর্থ - হলুদ), হ্যাশালঘর (অর্থ - রান্নাঘর), হাণ্ডি (অর্থ - হাড়ি), হাত, হোট (অর্থ - ঠোট), হারে (অর্থ - ওরে), হক্‌ (অর্থ - অধিকার), হাকিম (অর্থ - বদ্যি), হাজত (অর্থ - কারাগার), হাজির (অর্থ - উপস্থিত), হাসিল

(অর্থ - আদায়), হিম্মৎ (অর্থ - সাহস) ইত্যাদি।

পদ মধ্যে 'হ'-এর ব্যবহার প্রচুর। যথা—গুহির (অর্থ - গভীর), ছিনহ্যার (অর্থ - ছিনাল), পহার (অর্থ - প্রহার), বোহিন (অর্থ - বোন), দুলাহন (অর্থ - কনে), মহাজন, খৈলহ্যান (অর্থ - খামার), ঠেহের (অর্থ - দাঁড়ানো), দহোরা (অর্থ - পুনরায়), এজহার (অর্থ বিজ্ঞপ্তি), নহবত (অর্থ - সানাই বাদ্য), নাজিহাল (অর্থ - নাস্তানাবুদ), অজুহাত (অর্থ - অছিলা), মাহিনা (অর্থ - মাস), বেহেসৎ (অর্থ - সর্গ) ইত্যাদি।

পদান্তে 'হ'-এর প্রয়োগ আছে। যেমন—ছ্যাইহ্যা (অর্থ - ছায়া), ঝাটাহা (অর্থ - ঝাড়ু), লোহা, চুল্হা (অর্থ - চুলা/উনুন), পিড়হ্যা (অর্থ - পিড়ি), বিহ্যা (অর্থ - বিয়ে), তাহো (অর্থ - তাঐমশাই), নাঙ্গাহি (অর্থ - উপপত্নী), চুহা (অর্থ - ইদুর), চ্যালহা (অর্থ - শিষ্য), দহি (অর্থ - দই), পাইহ্যা (অর্থ - চাকা), রহা (অর্থ - থাকা), লোহু (অর্থ - রক্ত), গেহু (অর্থ - গম) ইত্যাদি।

আলোচ্য কথ্যভাষায় শব্দের মধ্যে 'হ' এর আগম-এর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কুমোর > কুমহ্যার, ছায়া > ছাইহা, দই > দহি, ষাড় > শাহাড়, কামার > কামহার, বুড়া > বুড়হা, দেড়া > দেড়হা, কাঁঠাল > কাহাটাল্, চুলা > চল্হা, ঝাটা > ঝাটাহা।

২. ধ্বনি পরিবর্তন[৬] :

বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষায় উচ্চারণের দিকে থেকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন লক্ষিত হয়, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রানুসারে সেগুলি তুলে ধরা হল। শিষ্ট বাংলার ন্যায় এই উপভাষাতেও ধ্বনি পরিবর্তনের চার রকমের রীতি পরিলক্ষিত হয়।

২.১ ধ্বনির আগম

২.১.১ স্বরাগম

এই কথ্যভাষায় তিন প্রকার স্বরাগমই, আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম ও অন্ত্য স্বরাগম লক্ষ্য করা যায়।

ক. আদি স্বরাগম

স্পর্ধা	>	আস্পর্দা,	স্কুল	>	ইশ্‌কুল,
স্টেশন	>	ইশটিশান,	স্ত্রী	>	ইস্‌তিরি,
স্ক্রু	>	ইস্ক্রুপ,	স্প্রে	>	ইশ্‌পেরে,
অত্যাচার	>	আত্তাচার,	অন্যায়	>	আন্‌নিয়্যায়,
ঠাহির	>	ঠ্যেহের,	সহ্য	>	সোইজ্‌জ।

খ. মধ্য স্বরাগম

মন্ত্র	>	মইন্ত্র,	মণ্ডপ	>	মণ্ডোপ,
শ্রী	>	ছিরি,	গ্লাস	>	গিলাশ্‌,
ভ্রূ	>	ভুরু,	প্রণাম	>	পরণাম্‌,
গ্রাম	>	গেরাম,	বট্‌ল	>	বোতোল,
পুত্র	>	পুত্তুর,	স্নান	>	সিনান,
মিস্ত্রি	>	মিশতিরি,	থ্রি	>	থিরি।

গ. অন্ত্য স্বরাগম

উষ্ণ	>	উষ্ণা,	গন্ধ	>	গন্ধা,
চাকচিক্য	>	চক্‌চইক্যা,	তল	>	তলা,
দেহ্‌	>	দেহা,	শঙ্খ	>	শাখো,
ডেস্ক	>	ডেস্কো,	ফাঃ তখত্‌	>	তক্তা,
ফাঃ জুলফ	>	জুল্‌ফি,	ফাঃ পসন্দ্‌	>	পছন্দ,
দিশ	>	দিশা,	এখন	>	এখনি

২.১.২ ব্যঞ্জনাগম

ক. আদি ব্যঞ্জনাগম

আয়না	>	রায়না,	আইন	>	রাইন,

ওমলেট	>	মামলেট,	আসু	>	রাসু,
উঠে	>	রুঠে,	উই	>	রুই,
ওঝা	>	রোঝা,	ঋজু	>	রুজু।

খ. মধ্য ব্যঞ্জনাগম

মন্তর	>	মহন্তর,	কামার	>	কামহার,
কমার	>	কুমহার,	শাস্তি	>	শাহাস্তি,
বানর	>	বান্দর,	কাঁঠাল	>	কাঁহাটাল
আনাড়ি	>	আনদাড়ি,	মোজা	>	মুন্‌জা।

গ. অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম

বুড়া	>	বুড়হ্যা,	জমি	>	জমিন,
বুড়ি	>	বুড়হি,	সীমা	>	সীমানা,
বাবু	>	বাবুয়া,	ধনু	>	ধোনুক,
ছায়া	>	ছ্যায়হা,	কুঁড়ে	>	কুড়হ্যা।

২. ২ ধ্বনিলোপ

২.২.১ স্বরলোপ

ক. আদিস্বর লোপ

অতসী	>	তিসি,	অরিষ্ট	>	রীঠা,
ওঝা	>	ঝা,	উদ্ধার	>	ধার,
উদম্বর	>	ডুমুর,	এহেন	>	হেন

খ. মধ্যস্বর লোপ

জানালা	>	জান্‌লা,	গামোছা	>	গাম্‌ছা,
কাচাকলা	>	কাচকলা,	ফেড়া দৌড়	>	ফেড় দৌড়,

পরিষদ	>	পর্ষদ,	ভগিনী	>	ভগ্নী,
গৃহিনী	>	গিন্নি,	কোথা থেকে	>	কোথ্‌থেকে,
হলুদ	>	হৈল্‌দ্যা,	অলস	>	আলশে।

গ. অন্ত্যস্বর লোপ

আলি	>	আল,	অগ্নি > আগগি > অগি > আগ,		
সন্ধ্যা	>	সাঁজ,	সারেগামা	>	সর্‌গম,
বিছানা	>	বিছ্যান্‌,	ঢাকনি	>	ঢাকুন্‌,
চৈত্র	>	চৈত্‌,	রাতি	>	রাত,
রাশি	>	রাশ,	ডগা	>	ডোগ্‌,
দুঃখ	>	দুখ,	যাব	>	যাম্‌

দ্বিমাত্রিকতা/দ্ব্যক্ষরতা

শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে উচ্চারণের সময় তা দু অক্ষরের বা দু-মাত্রার গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। সাধারণভাবে শব্দের মধ্যের বা শেষের কোনো স্বরধ্বনি লোপের ফলে এটি ঘটে থাকে। আলোচ্য কথ্যভাষায় এই প্রবণতার জন্য অনেক সময় মধ্যস্বর এবং অন্ত্যস্বর লোপ পায়। যেমন—

বামুনী	>	বাম্‌নী,	পাগলা	>	আগ্‌লা,
হলদিয়া	>	হোল্‌দে,	সারেগামা	>	সরগম,
গামোছা	>	গামছা,	জানালা	>	জান্‌লা,
চিরুনি	>	চির্‌নি,	দারোগা	>	দার্‌গা।

২.২. ২ ব্যঞ্জন লোপ

ক. আদিব্যঞ্জন লোপ

রুটি	>	উটি,	স্থান	>	থান,
রশুন	>	ওশুন,	স্থিত	>	থিতু,

শ্মশান	>	মশান,	প্রিয়া	>	পিয়া
রাক্ষস	>	আইক্‌খোস,	রাঁড়ি	>	আড়ি।

খ. মধ্যব্যঞ্জন লোপ

চিৎকার	>	চিহার,	পাটকাটি	>	পাকাটি,
ফলাহার	>	ফলার,	ব্যবহারী	>	বেভারী,
মহুয়া	>	মউআ,	ফাল্গুন	>	ফাগুন,
ভূমি	>	ভুঁই,	দর্দ	>	দদ্,
সূচী	>	শুঁই,	চপ্পল	>	চপল।

গ. অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ

কুটুম্ব	>	কুটুম,	চিহ্ন	>	চিন্,
চন্দ্র	>	চান্দ,	কলঙ্ক	>	কলং,
চল	>	চ,	নিদ্রা > নিন্দ	>	নিন্,
বধূ	>	বউ,	মধু		মউ,
সখী	>	সই,	বড়দাদা		বড়দা।

২. ৩ ধ্বনির রূপান্তর

২. ৩. ১ স্বরসঙ্গতি

আলোচ্য কথ্যভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় স্বরসঙ্গতি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রগত, পরাগত, মধ্যগত এবং পারস্পরিক বা অন্যোন্য—এই চার প্রকার স্বরসঙ্গতি আলোচ্য কথ্যভাষায় পরিলক্ষিত হয়।

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি

কলা	>	কল,	দাদু	>	দাদ/দাদো,
মশা	>	মশ,	তিতা	>	তিত,

কাদা	>	কাদো,	মিঠা	>	মিঠ,
কুলা	>	কুলো,	তুলা	>	তুলো,
সুতা	>	সুতো,	জুতা	>	জুতো,
পূজা	>	পুজো,	মুণ্ড	>	মুণ্ডু,
টিকা	>	টিকে,	মিথ্যা	>	মিথ্যে,
বিকাল	>	বিকেল,	বিলাত	>	বিলেত।

খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি

কিতাব	>	কেতাব,	বিড়াল	>	বেড়াল,
শিয়াল	>	শেয়াল,	বুনা	>	বোনা,
শুনা	>	শোনা,	দেশি	>	দিশি,
অমুক	>	ওমুক,	সবুজ	>	শুবুজ,
অতি	>	ওতি,	লক্ষ্য	>	লোক্‌খ,
গলা	>	গালা,	ঢেকি	>	ঢিকি,
মেশিন	>	মিশিন,	মহারাজ	>	মাহারাজ,
কথা	>	কাথা,	লম্বা	>	নাম্বা।

গ. মধ্যগত স্বরসঙ্গতি

বারান্দা	>	বারিন্দা,	কুড়াল	>	কুড়ুল,
পিঠালী	>	পিঠুলী,	বোতল	>	বোতুল,
নাটক	>	নাটুক,	মাদল	>	মাদুল,
এখনি	>	এখুনি,	নিড়ানি	>	নিড়ুনি,
পিটানি	>	পিটুনি,	উড়ানি	>	উড়ুনি।

ঘ. পারস্পরিক বা অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি

মেশো	>	মওশা,	দুই	>	দোনো,

কোনো	>	কুনু,	ধোঁকা	>	ধুঁকু,
পোষ্য	>	পুষ্যি,	যোগ্য	>	যুগ্গি,
মধু	>	মেধো,	শেফালি	>	শিউলি,
ছোটো	>	ছুট্টু,	মশারি	>	মুশুরি।

২. ৩. ২ সমীভবন

আলোচ্য কথ্যভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে সমীভবন লক্ষ্য করা যায়। প্রগত, পরাগত এবং পারস্পরিক বা অন্যোন্য এই তিন প্রকার সমীভবনই এই কথ্যভাষায় রয়েছে। সমীভবনের পাশাপাশি বিষমীভবন ও এই কথ্যভাষায় কিছু পরিমাণ আছে।

লগ্ন	>	লগ্‌গ,	পক্ক	>	পক্‌ক,
পদ্ম	>	পদ্দ,	বাক্য	>	বাক্‌ক,
বৃহস্পতিবার	>	বিস্‌সুদবার,	চক্র	>	চক্‌ক,
সূত্র	>	সুত্ত,	ছদ্ম	>	ছদ্দ,
রোজকার	>	রোজ্জার,	উপকার	>	উপ্পার।

খ. পরাগত সমীভবন

ধর্ম	>	ধম্ম,	কর্ণ	>	কন্ন,
কর্ম	>	কম্ম,	পাঁচশো	>	পাঁশশো,
বীরপাড়া	>	বীপ্পাড়া,	দুর্গা	>	দুগ্‌গা,
জোতদার	>	জোদ্দার,	মূর্খ	>	মুক্‌খু,
ভক্ত	>	ভত্ত,	কার্তিক	>	কাত্তিক,
দুর্গতি	>	দুগ্‌গতি,	তারজন্য	>	তাজ্জন্য,
সাতজন	>	সাজ্জন,	বাতচিত	>	বাচ্চিত।

গ. পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন

সত্য	>	সাচ্চা,	চারটি	>	চাড্ডি,

কুৎসা	>	কেচ্ছা,	কুৎসিত	>	কুচ্ছিত।

২. ৩. ৩ বিষমীভবন

লাল	>	নাল,	ললাট	>	নলাট,
শরীর	>	শরি্ল,	লাঙ্গল	>	নাঙ্গোল,
মুকুল	>	মউল,	কাক	>	কাগ্,
নুন	>	লুন,	মুখ	>	মুক্।

আলোচ্য কথ্যভাষায় অঘোষ ধ্বনির সঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তর কিংবা সঘোষ ধ্বনির অঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তর দুই প্রক্রিয়াই লক্ষ্য করা যায়।

২. ৩. ৪ ঘোষীভবন

অঘোষ ধ্বনি অনেক সময় ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন—

তাগা	>	ধাগা,	আফসোস	>	আবসুস,
কাক	>	কাগ,	লোক	>	লোগ,
বাপু	>	বাবু,	বক	>	বগ,
শাক	>	শাগ,	সকল	>	সগল,
আতব	>	আতপ,	খরাপ	>	খারাব,
ডাকঘর	>	ডাগঘর,	দিক	>	দিগ,
থাপড়া	>	থাবরা,	বোতাম	>	বুদাম,
বৈশাখ	>	বৈশাগ,	তাগা	>	ধাগা,
গীত	>	গীদ,	কপি	>	কোবি।

২. ৩. ৫ অঘোষীভবন

ঘোষধ্বনি আবার অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়।

আসবে	>	অস্পে,	খরাব	>	খারাপ,
চিরাগ	>	চ্যারাক,	গুলাব	>	গোলাপ/গুলাপ,

অবসর	>	অপসোর,	দাগ	>	দাক্,
বীজ	>	বীচি,	ছাদ	>	ছাত।

অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তর কিংবা মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন আলোচ্য কথ্যভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—

২. ৩. ৬ মহাপ্রাণীভবন

অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

আগে	>	আঘে,	সবাই	>	সভাই,
অগ্রহায়ণ	>	আঘুণ,	চাবি	>	চাভি,
ডোবা	>	ডোঙা,	বিবাহ	>	বিভা,
পুকুর	>	পৈখোর,	পাঁচ	>	পাছ,
পুতুল	>	পুঁথল্যা,	মস্ত	>	মস্থ,
দূর	>	ধূর,	বুড়া	>	বুঢ়া,
বগল	>	বঘল,	ঝুটা	>	ঝুটা।

২. ৩. ৭ অল্পপ্রাণীভবন

মহাপ্রাণ ধ্বনি অনেক সময় অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়। যেমন—

দুধ	>	দুদ্,	বাঘ	>	বাগ,
ভাই	>	বাই,	কাঠ	>	কাট,
ভাত	>	বাত,	ধাঁধা	>	ধাঁদা,
মহিষ	>	ভৈস,	সুখ	>	শুক্,
মধু	>	মোদু,	রথতলা	>	রত্তলা,
মাঝারি	>	মাজারি,	মাছ	>	মাচ্,
মাঘ	>	মাগ্,	চোখ	>	চোক্,
মেঘ	>	ম্যাগ,	বখ্শিশ	>	বকশিশ্,

হঠাৎ	>	হটাত,	করছি	>	কোরচি।

২. ৩. ৮ নাসিক্যভবন

ঙ, ন্, ম্ ইত্যাদি নাসিক্য ধ্বনি লুপ্ত হবার জন্য এই কথ্যভাষাততেও নাসিক্যভবন লক্ষ্য করা যায়। নাসিক্যভবন ও স্বতোনাসিক্য উভয় প্রকার পরিবর্তনই আলোচ্য কথ্যভাষায় পাওয়া যায়।

নাসিক্যভবন

বন্ধ্যা	>	বাঁঝা,	ভণ্ড	>	ভাঁড়,
ভূমি	>	ভুঁই,	আচমকা	>	আঁচকা,
ঢুণ্ঢ	>	ঢুঁড়া,	জামাই	>	জাঁওই,
অঙ্গন	>	অ্যাঙ্না,	সন্ধ্যাবেলা	>	শাঁঝের ব্যালা।

স্বতোনাসিক্যভবন

গড্ডর	>	গাঁড়োল,	গভীর	>	গুঁহির,
শৌচ	>	ছুঁচা,	পুতুল	>	পুঁথ্লা,
কোকড়া	>	কুঁকড়া,	কাকই	>	কাঁকোই,
ঘোড়া	>	ঘুঁড়া,	পুটি	>	পুঁটি,
ছিদ্র	>	ছেঁদা,	ছায়া	>	ছাঁয়হ্যা।

২. ৩. ৯ মূর্ধন্যীভবন

বালতি	>	বালটি,	বৃদ্ধ	>	বুড়হ্যা,
মৃত	>	মড়া,	ধ্বংস	>	ডংশ,
তাগড়া	>	টাগরা,	দেড়	>	জ্যাড়,
দীঘি	>	ডিঘি,	দণ্ড	>	ডণ্ড,

২. ৩. ১০ সকারীভবন

আলোচ্য কথ্যভাষায় সকারীভবন লক্ষ্য করা যায়। 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' ইত্যাদি উস্ম ধ্বনিগুলি স ও শ-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—

করিচু	>	কোরিসু,	কোরিছিল	>	কোরিসিল্
গাছ	>	গাস,	আছে	>	আসে,
পাছে	>	পাসে,	কিছু	>	কিসু।

২. ৩. ১১ ল-কারীভবন

লকারীভবন এই কথ্যভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য। 'ন' ও 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

নসিব	>	লশিব,	নীল	>	লিল,
নগদ	>	লগদ,	নাতি	>	লাতি,
নাচার	>	লাচার,	নাপিত	>	লাপিত,
নাড়ু	>	লাড়ু,	শরীর	>	শরিল্,
করলা	>	কৈল্ল্যা,	নরম	>	লরম,

২. ৪ ধ্বনির স্থানান্তর

২. ৪. ১ বিপর্যাস

আলোচ্য কথ্যভাষাতেও চলিত বাংলার মতো বিপর্যাস লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

মুকুট	>	মোটুক,	মানিক	>	মানকি,
বরযাত্রী	>	বয়রাতি,	বাক্স	>	বাশ্‌কো,
পোটলা	>	টোপ্‌লা,	লাফ	>	ফাল,
রিকশা	>	রিশকা,	ট্যাক্‌সি	>	টেস্‌কি।

২. ৪. ২ অপিনিহিতি

অপিনিহিতি আলোচ্য কথ্যভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আসিয়া	>	আইস্যা,	দেখিয়া	>	দেইখ্যা,
করিয়া	>	কইর‍্যা,	ধরিয়া	>	ধইর‍্যা,
লাগিয়া	>	লাইগ্যা,	মাগ	>	মাউগ,
জেলে	>	জাউল্যা,	চাল	>	চাউল,
রাত্রি	>	রাইত,	ভাগ্য	>	ভাইগ্‌গ,
সহ্য	>	সোইজ্‌জ,	কন্যা	>	কোইন্যা,
আজি	>	আইজ,	আলি	>	আইল্‌,
কাল	>	কাইল্‌,	কাঁচি	>	কাঁইচি,
জানিয়া	>	জাইন্যা,	বাক্য	>	বাইক্য,
বলিয়া	>	বইল্যা,	ভাবিয়া	>	ভাইব্যা,
খেলিয়া	>	খেইল্যা,	চার	>	চাইর।

তথ্যসূত্র :

১. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৩৫।

২. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৬৯।

৩. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৩-১৪।

৪. তদেব, পৃ. ১৪-১৮।

৫. সুভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা, ১৩৯৫, প্রথম প্রকাশ, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ৪৯-৬১।

৬. এই কথ্যভাষার উচ্চারণগত ধ্বনি পরিবর্তনের বিশ্লেষণ ও আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

ক. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

খ. সুভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা, ১৩৯৫, প্রথম প্রকাশ, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

গ. মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ১৯৬৭, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

ঘ. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

ঙ. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

চ. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ২০০৭, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

ছ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮, প্রথম সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

জ. রফিকুল ইসলাম, ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯২, বুক ভিউ, ঢাকা।